Lecture – 05 Shakespearean Comedy

শেক্সপীয়ারের একটি কমিক নাটক হল " **কমেডি অফ এরর**" ভ্রান্তিমূলক কমেডি । এই নাটকের বিষয়বস্তু হল দুই জমজ নায়ক এবং তাদের দুই জমজ ভৃত্যকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর ঘটনা সৃষ্টির মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা। যেহেতু যমজ যেহেতু নায়ক দুজন যেমন একই রকম দেখতে তেমনি ভৃত্য দুজনও একই রকম দেখতে। ফলে দুই যমজ মনিব এবং দুই যমজ চাকরদের নিয়ে পরিবারের মধ্যে এবং পরিবারের বাইরে ঘটছে নানা বৈচিত্র্যময় বিভ্রান্তিকর ঘটনা, এই ঘটনা ঘটছে ভুলের ফলে। কে যে কার মনিব, কে যে কার চাকর তা বুঝবার উপায় নেই। ফলে পদে পদে ঘটছে ভুল, একে অন্যকে চিনতে না পারার জন্য । আর এই ভুলের জন্য ঘটেছে কৌতুককর ঘটনা । শেষ পর্যন্ত এই ভুলের অবসান ঘটে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

"**দি টু জেন্টেলমেন অফ ভেরোনা**" ----- ভেরোনার দুই ভদ্রলোক।নাটকের উপজীব্য বিষয় হল প্রেম। দুই বন্ধু প্রোটিউস এবং ভ্যালেন্টাইন। দুজনে দুই প্রকৃতির মানুষ । প্রোটিউস প্রেম করতে ভালোবাসে, তাই সে তরুণী জুলিয়ার প্রেমে পড়েছে । ভ্যালেন্টাইন ওসবের মধ্যে নেই। তাই সে বন্ধু প্রোটিউসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় মিলান । প্রোটিউসের বাবা এন্টানিও তার ছেলের প্রেম করার ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে মিলান পাঠিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে প্রোটিউস দেখতে পাই যে ভ্যালেন্টাইন সেখানকার

ডিউকের কন্যা সিলভিয়ার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে । সিলভিয়াকে দেখে প্রোটিউস তার প্রেমে পড়ে যায়। কিভাবে তাকে লাভ করা যায় তার জন্য সে সচেষ্ট হয়ে উঠে এবং বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের ভীষণভাবে বিরোধী হয়ে পড়ে। প্রোটিউস ডিউকের কাছে ওদের প্রেমঘটিত বিষয়ের কথা বলে দেয়। ডিউক মেয়ের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করে।অবশেষে ভ্যালেন্টাইন ও সিলভিয়া পালিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে। সেকথাও প্রোটিউস ডিউককে বলে দেয়। ফলে ভ্যালেন্টাইনের নির্বাসন হয়। ভ্যালেন্টাইনের অনুপুস্থিতিতে প্রোটিউস তখন সিলভিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু সিলভিয়া তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে । কারণ প্রোটিউসের দীর্ঘ অনুপস্থিতর দরুন তার প্রেমিকা জুলিয়া ছদ্মবেশে মিলানে উপস্থিত হয়ে সিলভিয়ার কাছ থেকে সব কথা জেনেছে। যাই হোক সিলভিয়া একদিন বাবাকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ভ্যালেন্টাইনের কাছে যে তখন অরণ্যবাসী দস্যুদের সরদার হয়েছে । সিলভিয়ার বাবা ডিউক একদিন মেয়ের সন্ধানে সেই অরণ্য এসে উপস্থিত হলে দস্যুরা তাকে বন্দী করে ভ্যালেন্টাইনের কাছে নিয়ে আসে । ফলে একটা মিটমাট হয়। ডিউক সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে ফিরে যান। ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে সিলভিয়ার বিবাহ দেন ডিউক। প্রোটিউসের সঙ্গে জুলিয়ারও বিবাহ হয়।

প্রেমের বিষয় নিয়ে রচিত নাটক হল **"লাভ নেভার লষ্ট"**---- প্রেমের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এই নাটকে নাভারের রাজা ফার্ডিনাও এবং তার তিন বন্ধু বাইরন, লঙ্গাভিল এবং ডোমেইন ঠিক

করল যে তারা তিন বছর ধরে শুধু লেখাপড়ার মধ্যে মন নিবিষ্ট করে রাখবে, কোন মহিলার মুখ দেখবে না। কিন্তু তাদের এই ব্রহ্মচর্য ব্রত শীঘ্রই ভেঙ্গে গেল চার মহিলাকে দেখে । সেই চার মহিলা হল ফ্রান্সের রাজকুমারী সহ রোজালিন, মারিয়া এবং ক্যাথারিন।

প্রেমের বিষয় নিয়ে রচিত আর একটি নাটক হল **"মিড সামার নাইটস ড্রিম"----** মধ্য বসন্তের নৈশ স্বপ্ন।
এখানে প্রেমের বিষয়টিকে নাট্যকার যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা হল প্রেম মস্তিষ্কের এক ধরনের উম্মাদ ব্যাপার, জীবনের একটা বিরক্তিকর বস্তু,প্রেমিক–প্রেমিকাদের একটা দুদ্দাম খেয়ালিপনা আত্মসংযমহীন উদ্দামতা, আবেগের প্রবল ঝোড়া হাওয়ায় ভেসে যাওয়া এক নির্লজ্জতা,সমাজ ও গুরুজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসা,এমনকি নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে বসা।প্রেম যেন হল একটা নিয়ম–শৃঙ্খলা বিহীন চক্ষু লজ্জাহীন হাসির ব্যাপার।প্রেমের ব্যাপারে কুৎসিত বলে কিছু নেই। প্রেমে পড়লে মানুষ গাধা গরু ইত্যাদি বনে যেতে পারে ।যাই হোক এই নাটকে প্রত্যেকটি চরিত্র স্বপ্নে বিভোর চাঁদের আলোয় খেয়ালের বশে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। তারা ঘুরছে যেন স্বপ্নপরীর রাজত্বে। এই রাজত্বে বটমের ভাষায়: Love and reason cannot live together --- প্রেম এবং যুক্তি একসঙ্গে বাস করতে পারে না। পরীর রাজা ওবেরোঁ সবার চোখে "Love is idleness" ফুলের রস ঢেলে দিয়েছে। এমনকি নিজের ঘুমন্ত রানী টাইটানিয়ার চোখে ঢেলে দিয়েছে ।ফলে রানী টাইটানিয়া ঘুম থেকে জেগে

উঠে গাদার মুখোশধারী বটমকে দেখে ভালোবেসে ফেলেছে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুম দিয়েছে। অন্যদিকে পাক যে হলো ওবেরোঁর ভৃত্য সে লাইসেন্ডার,ড্রিমিটিয়াস ,এর চোখে সেই ফুলের রস ঢেলে দিয়েছে। ফলে লাইসেন্ডার এবং ড্রিমিট্রিয়াস দুজনেই হেলেনাকে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করেছে ।এই অবস্থায় এদের সবার চোখে প্রতিষেধক ফুলের রস ঢেলে পুনরায় সুস্থির করা হয়।

"দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস" --- ভেনিসের ব্যবসায়ী" নাটকের বিষয়বস্তু হল শাইলকের শাস্তি । শাইলক হোল কুশিদজীবী।যারা ব্যবসা করে তার শাইলকের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় আবার শোধ করে দেয়।অ্যানটোনিও নামে এক ব্যবসায়ী তার কাছে টাকা ধার করেছিল এবং সেইসঙ্গে চুক্তি করেছিল যে টাকা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করে দিতে না পারলে তার দেহ থেকে শাইলক এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। অ্যানটোনিও যথাসময়ে টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। তাই চুক্তি অনুযায়ী তার দেহ থেকে শাইলকের এক পাউন্ড মাংস কেটে নেওয়ার কথা। কিন্তু শাইলক তা পারেনি ।কারণ ভেনিসের ব্যবসায়ীরা ষড়যন্ত্র করে একজন বিচারক কে দিয়ে রায় বের করেছিল যে শাইলক মাংস কেটে নিতে পারবে কিন্তু এক বিন্দু রক্তপাত করতে পারবে না ।এই রায়ের ফলে শাইলক মাংস কেটে তো নিতেই পারল না উপরন্তু সে এন্টনিওকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে এই অভিযোগ এনে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল।এই নাটকে প্রেমের বিষয়ে আছে ।তবে দর্শকদের মনে তার

ব্যাপক চাপ ফেলার চেয়ে শাইলকের বিষয়টি গভীরভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ এন্টনিওর চরম সংকট থেকে মুক্তি এবং শাইলকের শাস্তি দর্শকদের মনকে সুগভীর আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে।

"ম্যাচ অ্যাডো এবাউট নাথি "--- তুচ্ছতা নিয়ে ব্যাপক হৈ চৈ ---
নাটকের বিষয়বস্তু হল ক্লডিও- হিরো এবং বেনেডিক - বিয়াত্রিচের প্রেম। ডন জন হল একজন প্রতিনায়ক। ক্লডিও- হিরোর প্রেমের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য সে হিরোর চরিত্রের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করতে লাগলো। তার এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে ক্লডিও- হিরোর প্রেমের মধ্যে সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধীকতা সৃষ্টি হলেও তা দূর হয়ে গিয়ে তাদের মিলন ঘটিয়েছিল।অন্যদিকে বেনেডিক - বিয়াত্রিচের প্রেমের মধ্যে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি ।তবে দুজনের বুদ্ধির বাকচাতুর্য এত প্রবল ছিল যে তা দেখে মনে হতো তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ আছে। কিন্তু সেই লোক দেখানো বিরোধের অন্তরালে তাদের প্রেমের ফল্গুধারা যথারীতি প্রবাহিত ছিল। তাই তাদের মিলনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি ।

প্রেমের বিষয় নিয়ে রচিত আরেকটি নাটক হল **"অ্যাজ ইউ লাইক ইট**" -- -- যেমন তোমার পছন্দ এই নাটকে অরল্যান্ডো এবং রোজালিও এর প্রেমের কাহিনী নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার মাধ্যমে রুপলাভ করেছে।

"টুয়েলফথ নাইট" ---- দ্বাদশ রচনী" অথবা "যা তোমার ইচ্ছে" নাটকের বিষয়বস্তু হলো প্রেম। আইলিবিয়ার ডিউক ওরসিনো প্রেমে পড়েছে ওলিভিয়ার।ওলিভিয়া হল এক কাউন্টের কন্যা। তার বাবা ভাই মারা গেছে। ফলে সে মনের দুঃখে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছে। এমন কি ওরসিনোর প্রেমের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। এ সময় জাহাজডুবি হয়ে ঐ দেশে উপস্থিত হল তরুণী ভায়োলা। সে বালকের ছদ্মবেশ ধারণ করে ডিউকের কাছে চাকরের কাজে নিযুক্ত হল। সে ওলিভিয়ার কাছে ডিউকের চিঠি নিয়ে যেত। কিন্তু ওলিভিয়ার মনে ডিউকের এর জন্য সে প্রেম জাগাতে সক্ষম হয়নি। বরং সক্ষম হয়েছে নিজের জন্য ডিউকের হৃদয়ে প্রেম জাগাতে। অন্যদিকে ওলিভিয়া ছদ্দবেশী ভায়োলোকে ভালবেসে ফেলেছে। তাকে বিয়ে করার জন্য ওলিভিয়া যখন পীড়াপীড়ি করছে তখন ভায়োলার দাদা সিবাসটিয়ান এসে উপস্থিত। ভায়োলা এবং সিবাসটিয়ান দুজনকে এরকম দেখতে । সুতরাং ওলিভিয়া পড়েছে ভীষণ ফ্যাসাদে । কাকে যে সে ভালবেসেছে তা সে ঠিক বুঝতে পারছি না ।অন্যদিকে সিবাসটিয়ান পড়েছে আরো বিপদে। কারণ ভায়োলাকে দেখতে ঠিক তারই মত অথচ তার কোন ভাই ছিল না । তার বোন ছিল যে জাহাজডুবি হয়ে বিপদে

পড়েছে । সুতরাং তার কাছে প্রশ্ন হল এই তরুণীটি কে? তখন ভায়োলা ছদ্মবেশ ত্যাগ করে নিজের পরিচয় উদঘাটন করাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ওরিসিনোর সঙ্গে ছদ্দবেশী ভায়োলার বিবাহ হল,অন্যদিকে ওলিভিয়ার সঙ্গে বিবাহ হল সিবাসটিয়ানের.